OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 98
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 782 - 786
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 782 - 786
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

পদবীর ইতিহাস : পিরালী থেকে ঠাকুরে রূপান্তর

ড. সৌমিতা মিত্র
অতিথি অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: smtmitra40@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
ব্রাহ্মণ, বাংলা, পরিবার, পিরালী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Abstract

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অর্ধশতাব্দী আগেও মিঃ রমেশ বা মিঃ রামলাল জাতীয় পদবীবিযুক্ত নামের প্রচলন ছিল বলে তাঁরা অনেকেই উপহাস কুড়িয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে সমস্ত ভারতবাসীকে এক জাতিতে গড়ে তোলার প্রয়োজনে একদিকে যেমন অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টা হয়েছিল, তেমনই জাতিভেদও শিথিল হয়ে এসেছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে না হলেও, সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্রে। কিন্তু পদবীর গুরুত্ব কমেনি। 'শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত একদা দুঃসাহসিকভাবে লেখকদের পদবী বিলুপ্ত করেছিলেন, যদিও বলা বাহুল্য সে-কালীন পাঠকেরা এই প্রচেষ্টাকে উপভোগ্য কৌতুক হিসেবেই গ্রহণ করেন, সম্ভবত পত্রিকাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। শৈশব থেকে পদবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে বলেই আমাদের ধারণা জন্মায় যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই পদবী অত্যন্ত প্রাচীন (যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাস)। মাত্র একশো বছরের পুরোনো কোন প্রথাকে হাজার বছরের ঐতিহ্য মনে করার অসাধারণ এক পটুত্ব আছে আমাদের। পদবীর ব্যাপারেও সে কারণেই আমাদের বিভ্রান্তি কম নয়। তবে পদবীর মূল খুঁজে বের করতে হলে আমাদের একেবারে ইতি-হাসের প্রাচীনতর পাতাগুলি উলটে যেতে হবে। একই পদবী অপরিচয়ের ফলে এক সময়ে হাস্যকর মনে হয়, পরবর্তী-কালে তা অতিপরিচিতির দরুন রীতিমত কৌলীন্য পায়। কখনো কখনো বিখ্যাত ব্যক্তির বিচিত্র পদবীও আর অপাঙক্তেয় থাকে না। পদবী নানা বিচিত্র পথে সৃষ্টি হতে পারে। কুশো গ্রাম থেকে সৃষ্ট পদবী কুশারী কিভাবে লোক-মুখে ঠাকুর পদবীতে রুপান্তরিত হয় সে-কাহিনী আজ অনেকেই জানেন।

পিরালি ব্রাহ্মণরা বাংলার ব্রাহ্মণদের একটি উপগোষ্ঠী, যারা বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভক্ত। 'পিরালি' শব্দটির একটি নেতিবাচক অর্থ রয়েছে, যশোরের (বর্তমানে বাংলাদেশে) দরবারে মোহাম্মদ তাহির পীর আলী নামে একজন উজিরের নাম থেকে পিরালি শব্দটির নামকরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। তিনি একজন ব্রাহ্মণ হিন্দু ছিলেন যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, যাকে গোঁড়া হিন্দুরা খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। ফলস্বরূপ, তারা কেবল পীর আলীকেই নয়, তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে এবং অবশেষে তাদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 98
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 782 - 786
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বংশধরদেরও এড়িয়ে চলতেন। পিরালি একটি অবমাননাকর শব্দে পরিণত হয়েছিল যা এই ধরনের বহিষ্কৃত হিন্দুদের বোঝাতে ব্যবহৃত হোতো। বাংলাদেশের ইতিহাসে ঠাকুরবাড়ির জায়গা যে কতখানি তা ঠিকমতো বিশ্লেষণ করা কঠিন। আজকের আধুনিক নাগরিক সমাজ সংস্কৃতি জীবনচর্যা ঠাকুরবাড়ির প্রভাব বহন করছে সর্বাঙ্গে। এমন একটি পরিবারের বিষয়ে আমাদের আকর্ষণ ও কৌতূহল অফুরন্ত। ঠাকুরবংশের ইতিহাসটি খুবই জটিল ও ঘটনাপ্রবাহের ঘনঘটায় মোড়া। এই সঙ্গে এই কথাও উল্লেখ করতে হয় যে, প্রতিষ্ঠিত উত্তরপুরুষেরা কেউ কেউ নানা জনকে দিয়ে বংশের ইতিহাস ও কুলজি তৈরি করতে গিয়ে হরেক রকমের কাহিনি তৈরি করেছেন। কৌলিক পরিচয় হারিয়ে ঠাকুর পদবির আড়ালে যেন অনেক কিছুকেই আড়াল করার একটা চেষ্টা বেশ সহজেই ধরা পড়ে। একমাত্র পিরালি পরিচয় ছাড়া বাকি সব যেন মুছে গিয়েছে। সুবিখ্যাত পরিবারের কোনও কোনও প্রসঙ্গ বহু লেখকের গ্রন্থে স্থান পেয়ে থাকে।

Discussion

অধিকাংশ বাঙালীর নামের শেষে একটি পদবী থাকে। এটি হতে পারে উপাধি, উপনাম কিংবা বংশসূচক নাম। বাঙালির পদবীর ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। মধ্যযুগে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার ফলে এবং পরবর্তীতে বৃটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমান্তরালে পদবীর বিকাশ ঘটেছে বলে ধারণা করা হয় (Kalikinkar Datta, Bengal in the Mid-Eighteenth Century; Ramesh Chandra Majumdar, History of Bengal)। পালদের আমল থেকে সেন যুগ, তারপর সুলতানি আমল থেকে ব্রিটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে পদবীগুলো থিতু হয়েছে বলে ধরা হয়। পদবীর সঙ্গে পেশা, বসতিস্থানের যোগই বেশি। জমিজমা আর হিসাবের সঙ্গে জড়ানো পদবীর সংখ্যাও কম নয়। বল্লালসেনের আমলে যেমন ৩৬টি জাত সৃষ্টি করা হয়েছিল (দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ)। সবগুলোর সঙ্গে পেশা আর গুণ যুক্ত। শৈশব থেকে পদবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে বলেই এমনিতেই ধারণা হয়ে যায় যে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই পদবী অত্যন্ত প্রাচীন। মোগল ও অন্যান্য মুসলিম শাসনামলে বাঙালি মুসলমানদের নামেও যুক্ত হয়েছে নানা পদবী। খ্রিস্টান সমাজে পদবী এসেছে বিচিত্রভাবে। ডিকস্টা যেমন পর্তুগীজ ধর্মযাজকদেও দ্বারা ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের বোঝায়। আবার ডি রোজারিও বোঝায় রোজারিও দ্বীপ থেকে আগত ধর্ম যাজক দ্বারা ধর্মান্তরিত ব্যক্তি, ডি মানে আসলে দ্বীপ। বাংলা শব্দের বিশেষজ্ঞ হরিচরণ বন্দ্যোপধ্যায়ের মতে- ঠাকুর শব্দের মূল হচ্ছে (সংস্কৃত) ঠাক্কুর' তার থেকে > (প্রকৃত) ঠকুর > (বাংলা) ঠাকুর এসেছে (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষ)। পদবীগত দিক থেকে তা ব্রাহ্মণের পদবী বিশেষ, এমনকি ক্ষত্রিয়েরও উপাধি এটি। মধ্য যুগের কাব্য চৈতন্য ভাগবত' উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন, তা বৈষ্ণবেরও উপাধি। যেমন, হরিদাস ঠাকুর। পাচক ব্রাহ্মণও এক প্রকার ঠাকুর বলে পরিচিত। তবে আহমদ শরীফ সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' বলছে, সংস্কৃত ঠক্কুর থেকে ঠাকুর আসলেও এর মূলে ছিল তুর্কী শব্দ (আহমদ শরিফ, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান)। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এই পদবী ব্যবহার করে। এরকম শতাধিক বংশ পদবী বাঙালির ইতিহাসে যা বৈচিত্র্যময় পথ ও মতের এক অসাধারণ স্মারক হিসেবে চিহ্নিত।

গৌড়ের রাজা হর্ষবর্ধনের ছেলে জয়ন্তের রাজত্ব কালে, কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনা হয়। উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্মের পুণঃজাগরণ ও বিস্তার করা। সেই সময় ক্ষিতিশের ছেলে ভট্টনারায়ণ বঙ্গদেশে অধিষ্ঠিত হন। ভট্টনারায়ণের ছেলে দীননাথ মহারাজা ক্ষিতিশুরের অনুগ্রহে বঙ্গদেশের বর্ধমান জেলার কুশগ্রামের স্বত্বাধিকার পান। তখন থেকে তিনি দীননাথ কুশারী নামে পরিচিতি লাভ করেন। সেই থেকেই কুশারী বংশের উৎপত্তি। পরবর্তি কালে এই কুশারী বংশের কিছু লোক বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার ভৈরব নদীর তীরে পিঠাভোগ গ্রামে বসতি স্থাপন করে। এই পিঠাভোগ গ্রামের রামগোপালের পুত্র জগন্নাথ কুশারী হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃকুলের আদি পুরুষ। সেই সময় খুলনার শাসন বা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মোঘল প্রশাসনের মনোনীত কর্মচারী আধ্যাত্মিক সাধক খান জাহান আলী, তিনি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 98
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 782 - 786
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পীরসাহেব বা পীর আলী নামেও পরিচিত ছিলেন। পীর সাহেবের সেরেস্থায় কাজ করতেন গোবিন্দ লাল রায় নামে একজন ব্রাহ্মণ। ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হিন্দু ধর্মের প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী মজা করে (মতান্তরে অপমান করার জন্য) পীর সাহেব ঢাকা দেওয়া খাবারের পাত্র দেখিয়ে বললেন- ঠাকুর মশাই ঘ্রাণ শুঁকে বলুন ওখানে কী খাবার আছে? গোবিন্দ লাল শুঁকে বললেন- সম্ভবতঃ কোন উগ্র গন্ধযুক্ত মাংস আছে। ঠিক ধরেছেন ঠাকুর মশাই - ওখানে গো-মাংস রান্না করা আছে। ঘ্রাণে যদি অর্ধেক ভোজন হয় তবে তো আপনি অর্ধেক গো-মাংস খেলেন। সংবাদ দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গোবিন্দলালকে সমাজ চ্যুত করা হল। তখন থেকে গোবিন্দ লাল (পীর + আলী) = পীরালী ব্রাহ্মণ রূপে পরিচিত হলেন। সাধারন ব্রাহ্মণেরা পীরালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কোন শুভ কাজ করতেন না বা আত্মীয়তাও করতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ ছিলেন এই পিরালী ব্রাহ্মণদের অন্তর্ভূক্ত।

পিরালী ব্রাহ্মণদের একটি উপগোষ্ঠীর সদস্য (Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760)। উল্লেখযোগ্যভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঠাকুর পরিবার এই দলের সদস্য। 'পিরালি' শব্দটি ঐতিহাসিকভাবে একটি কলঙ্কজনক এবং নিন্দনীয় অর্থ বহন করে; এর উপনাম মোহাম্মদ তাহির পীর আলী, যিনি যশোরের একজন গভর্নরের অধীনে কাজ করেছিলেন। পীর আলী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ হিন্দু যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; তার কর্মের ফলে দুই ব্রাহ্মণ ভাই ধর্মান্তরিত হয়। ফলস্বরূপ গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাদের হিন্দু আত্মীয়দের (যারা ধর্মান্তরিত হয়নি) এড়িয়ে চলে এবং তাদের বংশধররা পিরালি নামে পরিচিত (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি; প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবন কথা)। যাদের মধ্যে ঠাকুরদের সংখ্যা ছিল বেশি। এই অপ্রথাগত পটভূমি শেষ পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারকে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুসৃত অনেক রীতিনীতি থেকে দূরে সরে যেতে পরিচালিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে ঠাকুর পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাংলায় ঠাকুর মানে হিন্দু পুরোহিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষরা পুরোহিত ছিলেন না। তাদের উপনাম ছিল কুশারী। জগন্নাথ কুশারী পিরালী ব্রাহ্মণদের সাথে মেলামেশা করার জন্য সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন। ফলশ্রুতিতে তাকে তার ভাইয়ের সাথে তাদের প্রাচীন জন্মস্থান খুলনা থেকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। তারা কলকাতার হরিজন পল্লীতে (ঘেটো) বাস করতে শুরু করে এবং গুজব ছিল যে কিছু পুরোহিত হরিজন সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজা শেখাতে এসেছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা কুশারীদের পুরোহিত বলে বিশ্বাস করত এবং তাদের উপাধি ছিল ঠাকুর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়ে ঠাকুর পরিবারের উত্থান ঘটে। নীলমনি ঠাকুর কোম্পানিতে কাজ করতেন এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

বাংলায় পদবীর ইতিহাস খুব একটা পুরনো দিনের ঘটনা নয়। মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজের প্রতিক্রিয়া আর ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল পদবী। মূলত যা গড়ে ওঠে বৃত্তি নির্ভর। গাঁঈ পদবী হয় কুশারী, এই বংশের একটি শাখা ১৬শ শতকে সুন্দরবন অঞ্চলের যশোরের (এখন বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায় রূপসা থানার অন্তর্গত) পিঠাভোগ গ্রামে বসতি করেন জগন্নাথ। তিনি বিয়ে করেন পিরালি ব্রাহ্মণ যশোরের চেং গুটিয়া পরগণার দক্ষিণডিহি (এখন খুলনার ফুলতলী থানার) গ্রামের শুকদেব রায় চৌধুরীর কন্যাকে। পতিত ব্রাহ্মণ পরিবারে বিয়ের জন্য স্বজন ও সমাজ পরিত্যাজ্য হলেন জগন্নাথ। তিনি চলে আসেন যশোরের মণিরামপুর থানার উত্তরপাড়ায়। ইতিহাস বলছে জগন্নাথের মধ্যম পুত্র পুরুষোত্তম যিনি বিদ্যাআগম বাগীশ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনিও এক মুসলিম কন্যাকে বিয়ে করেন, ফলে তিনিও সমাজচ্যুত হন। পরবর্তী বংশধরেরা পারিবারিক গোলযোগের কারণে কলকাতায় চলে আসেন।

রবীন্দ্র গবেষক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনী প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখেছেন - 'জাতি কলহে বিরক্ত হইয়া মহেশ্বর ও শুকদেব নিজ গ্রাম বারো পাড়া হইতে কলিকাতা গ্রামে র দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন।' সে সময়ে কলকাতা ও সুতানুটিতে শেঠ বসাকরা বিখ্যাত বণিক ছিলেন। এই সময়ে ইংরেজদের বানিজ্য তরণী গোবিন্দপুরের গঙ্গায় আসতো, রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ পঞ্চানন কুশারী ইংরেজ ক্যাপ্তেনদের এই সব জাহাজে মালপত্র উঠানো নামানো ও খাদ্য পানীয় সংগ্রহাদি কর্মে প্রবৃত্ত হন। এ সকল শ্রম সাধ্য কর্মে স্থানীয় হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁর সহায় ছিল। তারা পঞ্চাননকে ঠাকুর মশায় বলে সম্বোধন করতেন। কালে কালে জাহাজের কাপ্তেনদের কাছে ইনি পঞ্চানন ঠাকুর নামেই প্রচলিত হয়ে ছিলেন, তাদের কাগজপত্রে তারা tagore, tagoure লিখতে আরম্ভ করে। এই ভাবেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 98
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 782 - 786
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কুশারী পদবীর পরিবর্তে ঠাকুর পদবী চালু হয়েছিল। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকাতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক প্রদীপটির সলতে হল ঠাকুর পরিবার। তাই রবীন্দ্রনাথকে জানার আগে ঠাকুর পরিবারকে জানতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে থেকেই বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন বা প্রিন্স দ্বারকানাথের ব্যবসা উদ্যোগের ইতিবৃত্ত অনেকেরই জানা। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস আরও পুরনো। কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁর 'দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃত' গ্রন্থে ঠাকুর পরিবারের আদি ইতিহাসের যে চিত্র এঁকেছেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর (Krishna Kripalani, Tagore: A Life)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার ছিলেন পিরালী ব্রাহ্মণ। একরকম ভাবে সমাজে পতিত, তাই বিয়ের সময় পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবার খুঁজে, পাত্রী নিয়ে আসা হত। এটাই ছিল বাড়ির দস্তুর, ঠাকুর বংশের আসল পদবী হল 'কুশারী'। কুশারী থেকে ঠাকুর হয়ে ওঠার পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। প্রায় দেড় শতকের ধর্মীয় গঞ্জনা, অপমান সহ্য করে, মানুষের সেবা বছরের পর বছর নিয়োজিত থেকে তবে দরিদ্র মানুষের কাছে দেবতুল্য জায়গা পান কুশারী বংশধরেরা, হয়ে ওঠেন ঠাকুর (ভগবান)। গরুর মাংসের গন্ধ শোঁকার অপরাধে কলঙ্কিত হন সুন্দরবন অঞ্চলের চার ব্রাহ্মণ জমিদার ভাই রতিদেব কুশারি, কামদেব কুশারি, শুকদেব কুশারি, জয়দেব কুশারি। এঁদেরই পরবর্তী বংশধর জগন্নাথ কুশারীর বংশধর রামানন্দের ছিল দুই ছেলে- মহেশ্বর আর শুকদেব। গোবিন্দপুরে প্রচুর দান-ধ্যান করে, দরিদ্রদের সেবা করে সেখানকার মানুষের কাছে জীবন্ত ভগবান বা 'ঠাকুর' হয়ে ওঠেন। 'কুশারী' পদবীর সঙ্গে কলঙ্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দেখে গোবিন্দপুরে এসে 'কুশারী' পদবী ছেড়ে ওখানকার লোকেদের ডাকা ঠাকুর-কেই নিজেদের পদবী হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন শুকদেব। অন্য ভাই মহেশ্বরের ছেলে পঞ্চাননও কাকার দেখাদেখি 'ঠাকুর' পদবীটাই লিখতে শুরু করলেন। এঁদেরই পরবর্তী উত্তরসুরি নীলমণি সে সময় জোড়াবাগান অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। নীলমণিকে বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি বর্তমানের জোড়াসাঁকোয় (সে কালের মেছুয়াবাজার) দেড় বিঘা জমি উপহার দিতে চান বাড়ি করে থাকার জন্য। এর পর এখানেই গড়ে ওঠে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ঘটনাচক্রে পদবী পাল্টে হলো কুশারী। তারপর ঠাকুর। এই পদবী পরিবর্তনের পেছনে যেমন একটা ইতিহাস আছে, তেমন আছে বাংলার সমাজ চিত্র। মধ্য যুগের সামন্তবাদী সমাজের প্রতিক্রিয়া আর ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল পদবী।মূলত যা গড়ে ওঠে বৃত্তি নির্ভর। বাঙালি মুসলিমদের পদবী প্রসঙ্গ আলোচনায় আনছি না, কারণ বিষয়, ঠাকুরবাড়ির পদবী। আনুমানিক অষ্টম/ দশম শতকে শান্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ক্ষিতীশ কনৌজ থেকে গৌড়রাজ বৈদ্যবংশীয় আদিশুরের পূত্রেষ্ঠি যজ্ঞে পৌরহিত্য করে যখন ফিরে যান, কনৌজ এর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাদের ত্যাগ করলেন। কারণ? হিন্দু বর্ণ বিভাজনের রোষে পড়তে হয় তাঁদের। বঙ্গ যে মেলেচ্ছস্থান। এখানে পতিত মানুষদের বসবাস। কোনও উচ্চ বর্ণের মানুষ এখানে থাকত না। তাইতো কনৌজ থেকে পুরোহিত নিয়ে যেতে হয়। বাধ্য হয়ে সেই পুরোহিতরা আবার বাংলায় ফিরে আসেন। অনেকে বলেন আদিশুর নয়, বাংলায় যজ্ঞের প্রয়োজনে পুরোহিত নিয়ে আসেন বাংলার রাজা গোপাল। মোট কথা, পুরোহিত বাংলায় আমদানি হয় উত্তরপ্রদেশ থেকে। আসেন পাঁচজন পুরোহিত যাঁরা ছিলেন পাঁচ গোত্রের। আসেন মেধা তিথি, ক্ষীতিশ, বীত রাগ, সৌভোরি এবং সুধানিধি। এদের সহকারী হিসেবে দাসরথি (বোস), মকরন্দ (ঘোষ), বিরাট (গুহ), কালিদাস (মিত্র) আসেন বাংলায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ ছিলেন শান্ডিল্য গোত্রের। বাসস্থান ছিল রাঢ় বাংলার বীরভূমের বন্দ্যঘটি গ্রামে।

আমাদের সবারই যেমন একটা নাম আছে, তেমনি নামের সঙ্গে একটা পদবিও আছে। যথার্থভাবে বলতে গেলে আমাদের নাম দুই বা ততোধিক শব্দ নিয়ে গঠিত, তবে সাধারণত তিনটি শব্দের মধ্যেই সীমিত। এদের আমরা নামের আদ্যংশ, মধ্যাংশ আর শেষাংশ বলতে পারি, আর এই শেষাংশটিই পদবি। অধিকাংশ বাঙালীর নামের শেষে একটি পদবী থাকে। এটি হতে পারে উপাধি, উপনাম কিংবা বংশসূচক নাম। বাঙালির পদবীর এই খুব দীর্ঘ নয়। মধ্যযুগে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার ফলে পরবর্তীতে বৃটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমান্তরালে পদবীর বিকাশ ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়। পালদের আমল থেকে সেন যুগ, তারপর সুলতানি আমল থেকে ব্রিটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে পদবীগুলো থিতু হয়েছে বলে ধরা হয়। পদবীর সঙ্গে পেশা, বসতিস্থানের যোগই বেশি। জমিজমা আর হিসাবের সঙ্গে জড়ানো পদবীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 98
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 782 - 786
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংখ্যাও কম নয়। বল্লালসেনের আমলে যেমন ৩৬টি জাত সৃষ্টি করা হয়েছিল। সবগুলোর সঙ্গে পেশা আর গুণ যুক্ত। শৈশব থেকে পদবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে বলেই এমনিতেই ধারণা হয়ে যায় যে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই পদবী অত্যন্ত প্রাচীন। পদবী কিন্তু টাকা দিয়েও কেনা হয়েছে অনেকবার। কেউ আবার এর গায়ে চড়িয়েছেন সংস্কৃতের প্রলেপ। কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করার ঘটনা সাম্প্রতিককালেও ঘটেছে অনেক। দাশগুপ্ত বা সেনগুপ্তের মতো যুগ্মপদবী কিন্তু রীতিমতো আধুনিক। আমাদের অভ্যাস আছে কোনো একটি অপরিচিত বা অসংস্কৃত পদবী দেখলেই তার মালিককে অন্ত্যজ শ্রেনীতে ফেলে দেওয়ার। বাংলা শব্দের বিশেষজ্ঞ হরিচরণ বন্দ্যোপধ্যায়ের মতে- ঠাকুর শব্দের মূল হচ্ছে (সংস্কৃত) ঠাক্কুর' তার থেকে > (প্রকৃত) ঠক্কুর > (বাংলা) ঠাকুর এসেছে। পদবীগত দিক থেকে তা ব্রাহ্মণের পদবী বিশেষ, এমনকি ক্ষত্রিয়েরও উপাধি এটি। মধ্য যুগের কাব্য চৈতন্য ভাগবত' উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন, তা বৈষ্ণবেরও উপাধি। যেমন, হরিদাস ঠাকুর। পাচক ব্রাহ্মণও এক প্রকার ঠাকুর বলে পরিচিত। তবে আহমদ শরীফ সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' বলছে, সংস্কৃত ঠক্কুর থেকে ঠাকুর আসলেও এর মূলে ছিল তুর্কী শব্দ। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এই পদবী ব্যবহার করে। এরকম শতাধিক বংশ পদবী বাঙালির ইতিহাসে যা বৈচিত্র্যময় পথ ও মতের এক অসাধারণ স্মারক হিসেবে চিহ্নিত। সর্বোপরি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ঠাকুর পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Krishna Kripalani, Dwarkanath Tagore: A Forgotten Pioneer)।

Bibliography:

Datta, Kalikinkar. Bengal in the Mid-Eighteenth Century. Calcutta University Press, 1960

Eaton, Richard M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760. University of California Press, 1993

Kripalani, Krishna. Dwarkanath Tagore: A Forgotten Pioneer. National Book Trust, India, 1980

Majumdar, Ramesh Chandra. History of Bengal. Vol. 1, University of Dacca, 1943

Mukhopadhyay, Prabhat Kumar. Rabindra Jiban Katha. Vol. 1, Visva-Bharati, 1940

Sarkar, Jadunath. History of Bengal. Vol. 2, University of Dacca, 1948

Sen, Dinesh Chandra. Brihat Banga. University of Calcutta, 1935

Tagore, Rabindranath. Jibansmriti. Visva-Bharati, 1912

Thapar, Romila. Early India: From the Origins to AD 1300. Penguin Books, 2002

Ghosh, Jogendranath. Banglar Samajik Itihas. Firma KLM, 1975

Bhattacharya, Sukumari. Religion and Culture in Ancient India. Oxford University Press, 1996

নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

অতুল সুর, বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ, বেস্ট বুক্স্, কলকাতা, ১৯৯২

খগেনচন্দ্র ভৌমিক, পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, সঞ্চয়ন প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২

লোকেশ্বর বসু, আমাদের পদবীর ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, বিশ্বভারতী, ১৯৩৬

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩

Arnab Bhattacharya, The Telegraph Online, 2013

Prema Nandakumar, The legend of Tagore women, The Hindu, Chennai, 2016

Krishna Kripalani, Tagore a Life, National Book Trust, New Delhi, 2011

Chitra Deb, Women of the Tagore Household, Penguin, India, 2010